প্রথম আলো

তারিখ: ৪ JUN 2012
পৃ: ৩ ……

শিক্ষায় বরাদ্দ বেড়েছে তবে নতুন কিছু নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাজেট ২০১২-১৩

২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে টাকার অঙ্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ গতবারের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষা খাতে নতুন কোনো উদ্যোগের কথা নেই। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা নেই।

শেষ হতে যাওয়া চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার সময় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রায় এক হাজার স্কুল-মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিলেও এবার তা নেই। তবে ঘোষণা থাকলেও চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এমপিওভুক্ত করা হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গতকাল জাতীয় সংসদে ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় মানবসম্পদ খাতে সর্বমোট ৩৯ হাজার ৩৯০ কোটি টাকার প্রস্তাব করেন। বাজেটের সংক্ষিপ্তসার থেকে জানা যায়, এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাত মিলিয়ে ১১ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নয় হাজার ৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই দুই মন্ত্রণালয়েই গতবারের চেয়ে বরাদ্দ বাড়ছে। গতবার সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১০ হাজার ৬৩৩ কোটি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাত হাজার ৭২৭ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষানীতি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের উদ্যোগের কথা বললেও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আলাদা কোনো বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেননি। সরকার নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করার ঘোষণা দিলেও অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অর্থ বরাদ্দের কথা নেই।

তবে বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী শিক্ষা খাতে বিভিন্ন ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত ৫৩ : ৪৭, যা দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত মোট ৪৩ লাখ ৩৮ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। দেশব্যাপী সৃজনশীল প্রতিভা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ' নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে এ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন শুরু করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিকে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৪৭ হাজার ৬৮০ জন নতুন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এ ছাড়া দারিদ্র্যজনিত ঝরে পড়া রোধ করতে সরকার প্রায় চার হাজার কোটি ব্যয়ে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।